শিক্ষকদের এন্ট্রি পদ নবম গ্রেডসহ ৪-৬ স্তরের পদসোপান দাবি

অনলাইন ডেস্ক

সংগৃহীত ছবি

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এন্ট্রি পদ নবম গ্রেডসহ ৪-৬ স্তরের পদসোপানের দাবি জানানো হয়ছে। শিক্ষকরা বলছেন, মন্ত্রণালয়ের এমন উদ্যোগ মাধ্যমিক শিক্ষাকে গতিশীল হবে। ‘মাধ্যমিক শিক্ষার সংকটের স্বরূপ ও উত্তোরণের উপায়’ শীর্ষক সেমিনার ও শিক্ষক সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশের মিলনায়তনে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এন্ট্রি পদ নবম গ্রেডভিত্তিক পদসোপান বাস্তবায়ন পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ।

এতে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান। তিনি বলেন, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশপদ সহকারী শিক্ষকসহ তৎকালীন জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৭৩-এর ষষ্ঠ গ্রেডের সব পদকে ১৯৭৫ সালের ২ মে দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে গেজেটেড পদমর্যাদা লাভ করে।

শিক্ষকতা পেশায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) দুটি শাখার প্রারম্ভিক পদের নিয়োগও যোগ্যতা একই (স্নাতকোত্তর) বা বেশি হলেও বেতন গ্রেড ও মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। এটি স্পষ্ট বৈষম্য। এ বৈষম্য দূর না করা পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষায় শৃঙ্খলা ও গতি ফিরবে না।

নিয়োগ যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও সরকারি মাধ্যমিকের এন্ট্রি পদকে নবম গ্রেড ধরে পদসোপান না করা নিয়ে বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী শিক্ষক ও পরিষদের সদস্যসচিব মো. আব্দুল মূবীন, সহকারী শিক্ষক আহমেদ বুলবুল, আরিফুল ইসলাম।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন শিক্ষক রাশিদুজ্জামান। তিনি বলেন, সিনিয়র শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষিকা বা সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার পদগুলো নবম গ্রেডের বিসিএস ক্যাডারভুক্ত পদ। তাই

সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষিকা বা সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার পদগুলোতে নবম গ্রেডের সিনিয়র শিক্ষক পদ হতে পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সুষ্ঠু পদসোপান তৈরি না করা পর্যন্ত পদোন্নতি দেওয়া অসম্ভব।

সেমিনার ও শিক্ষক সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি মো. মোফাজ্জল হোসেন, বাংলাদেশ বিমান অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বোয়া) মহাসচিব মো. মইন উদ্দিন লোটাস, ময়মনসিংহের ফুলপুর পাইলট মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম আজাদ, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মো. মঈন উদ্দীন প্রমুখ।